আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১৯

শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই।

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীর অধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভাভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে এটি পালিত হচ্ছে। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

- ২০১৮: পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর।
- ২০১৭: সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।
- ২০১৬: কিশোরীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকার আমাদের অঙ্গীকার।
- ২০১৫: কীটনাশকের বিকল্প নাও, গ্রামীণ নারীর জীবন বাঁচাও।
- ২০১৪: নারীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ১৮ এর নিচে বিয়ে নয়, আইন করে বাল্য বিয়ের স্বীকৃতি বন্ধ করতে হবে।
- ২০১৩: কীটনাশকের বিপদ এবং গ্রামীণ নারী।
- ২০১২: জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজনে আপনার অবস্থান তুলে ধরুন।
- ২০১১: ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার।
- ২০১০: জলবায়ু অভিযোজনে মা ও মেয়ে শিশুর শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হোন।
- ২০০৯: স্বাস্থ্য অধিকার ও সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সোচ্চার হোন।
- ২০০৮: খাদ্য নিরাপত্তাকে বিবেচনা করতে হবে খাদ্য ও সার্বভৌমত্বের আলোকে।

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা মা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান শুরু হয়। গত বছর প্রায় ৪০টি জেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৪০টিও বেশি জেলাতে এই দিবসটি পালন করা হবে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৫. শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের ভয়াবহতম রূপ এবং এবারের প্রতিপাদ্য:

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও গ্রামীণ নারী দিবস পালন করা হচ্ছে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। সাধারণভাবে আন্তর্জাতিভাবে যে প্রতিপাদ্য নির্ধরণ করা হয় তারই আলোকে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করছে গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। একই ধারাবাহিকতায় এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ বন্ধ কর; আওয়াজ তোল এখনই'** দিবসটি উদ্‌যাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে এই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন।

৬. প্রেক্ষাপট: শিশু যৌন নির্যাতন, ধর্ষণের ভয়াবহতা

বিগত বছরগুলোর তুলনায় শিশু যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণের ঘটনা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। গত ছয় মাসে সারাদেশে ৫৭২ জন শিশু ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এতে আরও বলা হয়েছে, ধর্ষণের পর এই শিশুদের মধ্যে একজন ছেলে শিশুসহ ২৩ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৩ জন ছেলেশিশু মোট ৭৫ জন শিশু। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে এই সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার বাইরেও আরো ঘটনা থেকে যায়। সেগুলো যোগ করলে দেখা যাবে এই সংখ্যা আরো বেশি। এই শিশু নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে বাদ যাচ্ছে না ছেলেশিশুর। বিশেষ করে মাদ্রাসার ছেলেশিশুরা অনেক বেশি যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদির শিকার হচ্ছে। ঘটনাগুলো এতদিন অনেকটাই আড়ালে থাকলেও এখন তা মানুষের নজরে আসছে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে।

এর আগে ২০১৮ সালে ৩৫৬টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছিল, মারা গিয়েছিল ২২ জন এবং আহত হয়েছিল ৩৩৪ জন।

৭. কেন শিশুরা বেশি ধর্ষণ-যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে?

গবেষণা দেখা গেছে, শতকরা ৭৫ ভাগ শিশু যৌন হয়রানির ঘটনাই ঘটে পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, বন্ধু বা আত্মীয়দের মাধ্যমে। শিশু যৌন হয়রানির ঘটনাগুলো বেশির ভাগ বাড়িতে, আত্মীয় বা পারিবারিক বন্ধুদের বাড়িতে, স্কুলে বা স্কুলে যাওয়ার পথে এবং পরিচিত পরিবেশে বেশি ঘটছে। বেশির ভাগ পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া শিশুদের সঙ্গে যৌন হয়রানির মতো ঘটনার নজির খুবই কম।

সাধারণত নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরাই যৌন নিপীড়নের শিকার হয় বেশি হয়। কারণ তাদের বেশিরভাগের বস্তিতে বসবাস, পারিবারিক সুরক্ষা নেই বললেই চলে। অথবা সুরক্ষা বিষয়ে তাদের ধারণাও তেমন একটা নেই। এছাড়া শিশু নরম-কোমল, প্রতিবাদহীন এবং ভয় দেখিয়েও তাদের চুপ করিয়ে রাখা যায়, অভিভাবকরা এই বিষয়ে পারিবারিক সম্মানের কথা শিশুদের চুপ করিয়ে রাখে ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে শিশুদের তারা বেশি বেছে নেয়।

৮. নির্যাতনের শিকার শিশুর শারিরীক-মানসিক ক্ষতি এবং সুরক্ষা প্রদান:

নির্যাতনের শিকার শিশুদের সম্পর্কে মানসিক চিকিৎসকরা বলেছেন, যেসব শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, তারা পরবতী জীবনে নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগে। কেউ কেউ পরিবতীতে যৌন নিপীড়কও হয়ে ওঠে। এই শিশুরা ট্রমায় থাকে বলে এদের বিশেষ সেবার প্রয়োজন হয়। এমনকি তারা অনেক সময় বাবাকে দেখলেও ভয় পায়। এছাড়া বিশেষ কোনে স্থান বা পোশাকের প্রতিও তাদের ভীতির সৃষ্টি হতে পারে। ঘুমের মধ্যে কেঁপে ওঠা, দু:স্বপ্ন দেখা, চিৎকার করে কেঁদে ওঠা ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে পারে। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলে।

সাধারণত শিশুরা যৌন নিপীড়নের শিকার হলে তা প্রকাশ করতে পারে না। তবে তাদের কিছু আচরণ একটু পর্যবেক্ষণ করলে মা-বাবা অথবা পরিবারের সদস্যরা তা বুঝতে পারবেন। তারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখলে ভয় পাওয়া, লুকিয়ে পড়া, বিশেষ কারো বাসায় যেতে না চাওয়া ইত্যাদি বুঝতে হবে তার মনের অবস্থা। তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। তাকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও নির্ভরতা দিয়ে তার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

একটি শিশুকে তার শরীরের তিনটি জায়গা সম্পর্কে জানাতে হবে। তার ঠোঁট, গোপনাঙ্গ ও পায়ুপথ। তাকে জানাতে হবে এই তিনটা তার বিশেষ জায়গা। এখানে কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। যদি কেউ সেসব অঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে তা বাবা, মা অথবা যাকে সে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে যেমন শিক্ষক বা অন্য কোন নিকটজনকে বলতে হবে। আশেপাশে বিশ্বস্ত কাউকে না পাওয়া গেলে যেন চিৎকার করে- এই বিষয়গুলো শিশুকে শেখাতে হবে। শিশুদের ভালো স্পর্শ, মন্দ স্পর্শ নিয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এছাড়া এই বিষয়গুলো নিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খোলামেলা আলাপ করতে হবে এবং ভয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিশুরা নির্ভয়ে সব প্রকাশ করতে পারে।

৯. প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ এবং আইনি সুরক্ষা:

ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে যাওয়ার কারণ চিহ্নিত করা গেলেও এর থেকে প্রতিকারের তেমন পদক্ষেপ খুব একটা চোখে পড়ে না। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেলেও কার্যকর আইনী পদক্ষেপ একটাও চোখে পড়েনি। অথচ যেভাবে মহামারী রূপ ধারণ করেছে তাতে আইনী পদক্ষেপের পাশাপাশি যদি সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করা না যায় সামনের দিনগুলো শিশুদের জন্য আরো অনিরাপদ হয়ে উঠবে। এছাড়া পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব গঠন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন, নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে শিশু সুস্থ বিকাশে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। যুব সমাজ যাতে বিপথে না যায় সেবিষয়েও সচেষ্ট থাকতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে হবে।

এছাড়া যেকোন ধর্ষণের ঘটনা দ্রুত বিচার আইনে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং থানায় ভিকটিম বা তার পরিবার মামলা করতে গেলে তাকে দোষারোপ না করে মামলা গ্রহণ করতে হবে এবং দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। একইসাথে যেকোন ধরণের যৌন সহিংসতা বা ধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদ্‌যাপন জেলা কমিটিসমূহ

খুলনা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	বাগেরহাট	সভাপতি	উদয়ন বাংলাদেশ	শেখ আসাদ	০১৭১৪০৮৩৬৭০
		সম্পাদক	ভয়েস অফ সাউথ বাংলাদেশ	মো. শহীদুল ইসলাম	০১৭৪৯০৭০৮৪৫
২.	সাতক্ষীরা	সভাপতি	চুপড়িয়া মহিলা সমিতি	বেগম মরিয়ম মান্নান	০১৭১২১১৫৬৭২
		সম্পাদক	মৌমাছি	সুশান্ত মল্লিক	০১৭১৪৯৪৯৫৯৩

৩.	যশোর	সভাপতি	পি জি কে	আ. শ. ম. আশরাফুল হাসান তাইমুর	০১৭১২২২৬৬২৭
		সম্পাদক	নারী অধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা	ডা: সাফিয়া খানম	০১৭১৬১৩১৭২০
৪.	মাগুরা	সভাপতি	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা	আছমা আলতাফ	০১৭২৯৯১৭৩৬৯
		সম্পাদক	স্বপ্নীল ফাউন্ডেশন	আ: হালিম	০১৭১২৬৪৬৫৫২
৫.	নড়াইল	সভাপতি	নিত্যজোট	রওশন আরা কবির লিলি	০১৭১২৯৩১৫২৪
		সম্পাদক	স্বাবলম্বী	কাজী হাফিজুর রহমান	০১৭১৬১০৬১০৫
৬.	চুয়াডাঙ্গা	সভাপতি	সমাজ কর্মী	শহিদুল হক বিশ্বাস	০১৭১৭৭৪৮৪০৪
		সম্পাদক	পল্লী উন্নয়ন সংস্থা	মে: ইলিয়াছ হোসেন	০১৭১১২৮০৪৫৯
৭.	ঝিনাইদহ	সভাপতি	সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	এম. শাহজাহান আলী	০১৭১১৪৪৮৮০৯
		সম্পাদক	দেশ চেতনা	মো. রাশেদুল হক	০১৭১১২৭৪৭৮১
৮.	কুষ্টিয়া	সভাপতি	নিকুশিমাজ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান	সালমা সুলতানা	০১৭১১৯৫১২১২
		সম্পাদক	শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ	এস নজরুল ইসলাম	০১৭১১৪০৮৬৩৯
৯.	খুলনা	সভাপতি	মাসেস	শামীমা সুলতানা শীলু	০১৭১৫১০৬৮৯০
		সম্পাদক	ইনচার্জ-ট্রেনিং ইউনিট, রূপান্তর	মোরশেদা খাতুন দিলারা	০১৭৩৮২২৬৬৮১
১০.	মেহেরপুর	সভাপতি	সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মইন-উল-আলম	০১১৬৫৪৫৪৬১
		সম্পাদক	সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোশন অব হিউম্যান রাইটস	আবু আবিদ	০১৭৭০৫৭৯৩১৩

রাজশাহী বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	রাজশাহী	সভাপতি	সমতা নারী কল্যাণ সংস্থা	মো. নজরুল ইসলাম	০১৭১৪০৪৯৪৬৯
		সম্পাদক	সংগঠক	লিমা	০১৭১৬২০৩৪৮৫
২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	গৌরী চন্দ সিতু	০১৭১০৯৬৭৩৪৫
		সম্পাদক	চেতনা মানবিক উন্নয়ন সংস্থা	জাফরুল আলম	০১৭১৫৪৮৩৮৬৬
৩.	নাটোর	সভাপতি	প্রভাতী রাণী বসাক	অনির্বান কর্মসংস্থান	০১৭১৫১৬৯৫৬২
		সম্পাদক	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ	দিলারা বেগম পারুল	০১৮২১৯৫২৭৩৩
৪.	পাবনা	সভাপতি	সূচনা সমাজকল্যাণ সংস্থা	পূর্নিমা ইসলাম	০১৭১১১৪২৮৭৬
		সম্পাদক	কারিগরি মহিলা সংস্থা	মনোয়ারা পারভীন	০১৭১৯৩২৯৪৪৯
৫.	সিরাজগঞ্জ	সভাপতি	বাংলাদেশ প্রগতি সংস্থা	মো. করিম বক্স	০১৭১৪৮০১৯০৩
		সম্পাদক	প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভলপমেন্ট	হোসনে আরা জলি	০১৭১৬৬০০৭২৮
৬.	জয়পুরহাট	সভাপতি	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিপি)	মো. রুহুল ইসলাম	০১৭২৬৭১৭৮৫৯
		সম্পাদক	প্রামডো	হৈমন্তী সরকার	০১৭১৪৪৩১৩১৫
৭.	নওগাঁ	সভাপতি	সাংবাদিক	মো: কায়েস উদ্দীন	০১৭১৮৯৭১৮৩৫
		সম্পাদক	জন নীড় ছায়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা	নাজমা আখতার লিপি	০১৭২৬৫৮৫৭৭৭
৮.	বগুড়া	সভাপতি	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	শেখ মো. আবু হাসনাত	০১৭১১৩০২৪৭০
		সম্পাদক	পেস্ট	মাহফুজা আক্তার নিভা	০১৭১২৯২৩৫২৩

রংপুর বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	দিনাজপুর	সভাপতি	উপকার সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	মো. তমাল উদ্দিন	০১৭১৪৩২৪১৪৬
		সম্পাদক	এসসিডিএফ	সেলিনা হক	০১৭১২৬৯৯৬২৭
২.	রংপুর	সভাপতি	পাস	কে এম আলী সম্রাট	০১৭১২২২৫৮৫২
		সম্পাদক	জে এস কে এস	মো. আলমগীর কবির	০১৭১১৫৩১০০৮

৩.	গাইবান্ধা	সভাপতি	গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা	মো. আব্দুল মান্নান	০১৭১৬৫১৭৪১২
		সম্পাদক	এলআরসি	শামীম সরকার	০১৭৩৪১৭৩১৮২
৪.	নীলফামারী	সভাপতি	ড্রিম অব সেশন (ডন)	রেজাউল করিম সাজু	০১৭২০৬৫৩৬৯৩
		সম্পাদক	ঢাকা সিঙ্গোল উইম্যান এসোসিয়েশন	জাকিয়া সুলতানা নীলা	০১৭১২৬০৮৯১২
৫.	লালমনিরহাট	সভাপতি	ফিডা	ফিরোজা বেগম	০১৭১৬৬৫৬৪৫৯
		সম্পাদক	জে. এস. কে. এস	মো. মিজানুর রহমান	০১৭১৮৬১৭৩২৮
৬.	ঠাকুরগাঁও	সভাপতি	আকস	মোছা:রাবেয়া বেগম	০১৮১৮৪৫৩০৭৫
		সম্পাদক	সামাজিক কল্যাণ সংস্থা	আম্বিয়াতুন জান্নাত	০১৭১৬৭৪৯৭২৬
৭.	কুড়িগ্রাম	সভাপতি	রুরাল সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মো. নাজমুল হুদা	০১৩০৭৪৩৫২৪৬
		সম্পাদক	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
৮.	পঞ্চগড়	সভাপতি	ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা	মো. নাজিম উদ্দীন	০১৭১১৪৫১৯৪৯
		সম্পাদক	বিকাশ বাংলাদেশ	আলাউদ্দীন প্রধান	০১৭৩০০১৭২০০

বরিশাল বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	পটুয়াখালী	সভাপতি	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	ডা. সামসুন নাহার ডলি	০১৯১৩৫৪৩৩০১
		সম্পাদক	বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন	জায়েদ ইকবাল খান	০১৭৯৩১১৭৫৯৩
২.	ঝালকাঠি	সভাপতি	সূর্যালোক ট্রাস্ট	হেমায়েত উদ্দিন হিমু	০১৭১২২৫৯৮৯০
		সম্পাদক	নলছিটি মডেল সোসাইটি	মো. খলিলুর রহমান	০১৭২১৪৩০৭১৪
৩.	বরিশাল	সভাপতি	আই সি ডি এ	আনোয়ার জাহিদ	০১৭১৫০৩১৫৮৪
		সম্পাদক	চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি	জাহানারা বেগম স্বপ্না	০১৭১২০০১০৮৮
৪.	বরগুনা	সভাপতি	ভিলেজ লাইভলিহুড কমিটি	নাসিমা বেগম	০১৭৫২৯০৪১৮৬
		সম্পাদক	ভাওকর হাফগ্রেড হাইস্কুল	আব্দুস সালেক	০১৭২৬ ৪৫৫২৬৫
৫.	ভোলা	সভাপতি	সভানেত্রী জনসংগঠন	মাসুমা বেগম	০১৭২৫৯২৬৪৬৯
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	রাশিদা বেগম	০১৭১৩৩২৮৮০২
৬.	পিরোজপুর	সভাপতি	পিজিইউএস	জিয়াউল আহসান	০১৭১১৫৭২৯৪৩
		সম্পাদক	নারীনেত্রী	খালেদা আক্তার হেনা	০১৭১২৮১৭৪২৫

ঢাকা বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	মানিকগঞ্জ	সভাপতি	জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা	রোমেজা আকতার মাহিন	০১৭১২৯৬৬৩৭৩
		সম্পাদক	প্রেসক্লাব, মানিকগঞ্জ সেক্রেটারী	জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস	০১৭১২৭২৬৩৬২
২.	নরসিংদী	সভাপতি	অনামিকা মহিলা সমিতি	শাহিনা আক্তার অনি	০১৬৮১ ৭৫১৭০০
		সম্পাদক	ম্যাবস	মো: আলী হোসেন	০১৭৩১১৯৮০১৩
৩.	ফরিদপুর	সভাপতি	দিপা	মো. ফজলুল হক	০১৭১৩৫৪৬০৩০
		সম্পাদক	জন্মভূমি উন্নয়ন সংস্থা	মো. সাইফুল হাসান মিলন	০১৭১৮ ৩৮৪৭৪৪
৪.	কিশোরগঞ্জ	সভাপতি	র‌্যাক বাংলাদেশ	এবাদুর রহমান বাদল	০১৭১৩০১৩২৪৪
		সম্পাদক	হাওড় ফার্মার্স এন্ড ফিশার্স এলায়েন্স	অনুপম মাহমুদ	০১৭১১ ৩১৮৬৭৯
৫.	শরিয়তপুর	সভাপতি	সবার তরে আমরা ফাউন্ডেশন	মনিরা বেগম	০১৭১৯৭৫৯৩৮০
		সম্পাদক	দৈনিক বর্তমান এশিয়া	সুমাইয়া শারমীন	০১৭৬২ ৭৬৬৫২৫
৬.	গাজীপুর	সভাপতি	বাদুয়ারচর শতদল সমাজ কল্যান সংস্থা	নাহিদ সুলতানা	০১৭৫২২৮৪০৩৩
		সম্পাদক	প্রেস ক্লাব-কালীগঞ্জ	ইব্রাহিম খান	০১৭১৬৩৫০৪২০
৭.	টাঙ্গাইল	সভাপতি	আরপিডিও	রওশন আরা লিলি	০১৭১২২২৯৭০৪
		সম্পাদক	এ এম কে এস	নাজমা বেগম	০১৭৮৬০৫২২৩৫
৮.	টঙ্গী-গাজীপুর	সভাপতি	একর্ড	ডা. নাজিমউদ্দিন আহমেদ	০১৭১১৫২৯১৬৬
		সম্পাদক	একর্ড	মলয় নাথ	০১৭১২৭৬২৫৭০
৯.	মুন্সিগঞ্জ	সভাপতি	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	সোহানা তাহামিনা	০১৭৩৭ ৩৭৭৯৪৫

		সম্পাদক	মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর নারী সমিতি	আসিয়া খাতুন জিলু	০১৯১১ ২২৬৫৫৫
১০.	নারায়নগঞ্জ	সভাপতি	নারী কল্যান সংস্থা	রহিমা আক্তার লিজা	০১৯১৭৭৩৮৪০৫
		সম্পাদক	সোহা	নজরুল ইসলাম ঢালী	০১৭১২৭৯৭২৪৯
১১.	মাদারীপুর	সভাপতি	সূর্য তরণী মহিলা সমিতি	আইরিন সুলতানা	০১৭১৮৫৯৪০৫৪
		সম্পাদক	ভাইস চেয়ারম্যান	হোমায়ারা লতিফ পান্না	০১৭১১১৬৯৭৪৭
১২.	রাজবাড়ী	সভাপতি	স্বেচ্ছাসেবী বহুমূখী উন্নয়ন মহিলা সমিতি	শামীমা আক্তার মুনমুন	০১৭১৫৬৯৬৩০৬
		সম্পাদক	আরইউএস	লুৎফর রহমান লাবু	০১৯৮১০৯৩৪৯১
১৩.	গোপালগঞ্জ	সভাপতি	প্রধান শিক্ষক	অনিমা রানী বিশ্বাস	০১৭১৫৩৬৮৫২৮
		সম্পাদক	এলআরসি	শিবলী আনোয়ার	০১৭১১৫৬৫৯৯৮
১৪.	ঢাকা	সভাপতি	জি বি এস এম	মাসুদা ফারুক রত্না	০১৭১১১৭৭৫৯৮
		সম্পাদক	কে এইচ আর ডি এস	সৈয়দা শামীমা সুলতানা	০১৭১১১৭২১২৮

ময়মনসিংহ বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	ময়মনসিংহ	সভাপতি	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা	খন্দকার ফারুক আহমেদ	০১৭১২৯৯০১৭৩
		সম্পাদক	ঢাকা আসছানিয়া মিশন	শিউলী বিশ্বাস	০১৭১১৩৬৩৩৯৫
৯.	শেরপুর	সভাপতি	সৃজন মহিলা সংস্থা	শিখা সাহা	০১৭১১৪৬৮২৫৩
		সম্পাদক	এস ডি সি	দিলিপ মুরং	০১৭১১২৬৫৩০৫
৩.	নেত্রকোনা	সভাপতি	ইভেন্টফুল বাংলাদেশ	মো: রোকনুজ্জামান	০১৭১৪৩৩৯৬৭৬
		সম্পাদক	সেরা এনজিও	মো. আলী বাদশা	০১৫৫২৯৬১০০২
৪.	জামালপুর	সভাপতি	আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)	মে. আব্দুল হাই	০১৭১৪৩৫৭৫৮৫
		সম্পাদক	ঝুমকা বাংলাদেশ	শারমীন কবির বীনা	০১৭১১১৩৩৬৭৩
৫.	মুক্তাগাছা	সভাপতি	গাউস	মো. সাইদুজ্জামান খোকন	০১৭১৬০৫১১৫৭
		সম্পাদক	স্বপ্নপুরী	সুমী রাণী গৌরি	০১৭১৬০৫১১৫৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	নোয়াখালী	সভাপতি	অর্পণ	আব্দুল কাদের হাজারী	০১৭২৬ ৪২৯৫৭১
		সম্পাদক	বসতি	মশিউর রহমান মিঠু	০১৭১৫ ০৮১০৪৭
২.	চাঁদপুর	সভাপতি	নবরূপ	পি. এম. বিল্লাল	০১৮৭৬৪৪৮৭৪৯
		সম্পাদক	আরসিডিএস	সাদেক শফি উল্লাহ	০১৭১২ ৬৫৪৬০১
৩.	ফেনী	সভাপতি	এল আই এফ ডি	মর্জিনা বেগম বেবী	০১৭১২ ৬৮৮৫৯৬
		সম্পাদক	নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি	শাহানাজ জাহান	০১৭৩২ ৪৪১৫৭৪
৪.	কুমিল্লা	সভাপতি	দর্পণ	মো. মাহবুব মোর্শেদ	০১৭১৫ ৭০৭১২৪
		সম্পাদক	মহিলা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা	শারমিন মান্নান	০১৭১০ ৮০১৪১৩
৫.	বাহ্মণবাড়ীয়া	সভাপতি	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	এ কে এম আশরাফুল হক	০১৭৫৫ ৫৪২৩৪২
		সম্পাদক	স্বদেশী	আজিজুর রহমান	০১৭১৮০৬৩৬৩১
৬.	কক্সবাজার	সভাপতি	সমাজকমী	মোস্তফা কামাল পাশা	০১৮১১৬৮২০৭৫
		সম্পাদক	কোস্ট ট্রাস্ট	মকবুল আহমেদ	০১৭১৩৩২৮৮২৮
৭.	খাগড়াছড়ি	সভাপতি	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি	শেফালীকা ত্রিপুরা	০১৭৩১৩১৮৩৬৮
		সম্পাদক	জাবারাং কল্যাণ সমিতি	মথুরা ত্রিপুরা	০১৫৫২৩৫৬৪৫৬

৮.	লক্ষ্মীপুর	সভাপতি	প্রয়াস	সাবিনা ইয়াছমিন	০১৭৩৪-৫৩৩৩৫৭
		সম্পাদক	উসাপ	মো: সেলিম	০১৮১২০৭৩০৬০
৯.	চট্টগ্রাম	সভাপতি	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	০১৮১৯৩২৬২০৬
		সম্পাদক	বনফুল সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	রিজিয়া বেগম	০১৭১৩১০২৫৪৭
১০.	রাঙ্গামাটি	সভাপতি	ডব্লিউইএডি	মেরী	০১৮২০২৩৬২৪৮
		সম্পাদক	জুম ভিউ ফাউন্ডেশন	সুজল কান্তি চাকমা	০১৫৫৬৪৯৮৮২০ ০১৭১৪৪৬৩৮৭৪
১১.	বান্দরবান	সভাপতি	অনন্য কল্যাণ সংস্থা	ডনাইপ্রু নেলী	০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
		সম্পাদক	মানবাধিকারকমী	এডভোকেট মাধবী	০১৫৫৬৭৪৩৭২৭

সিলেট বিভাগ

ক্রম	জেলার নাম	জেলা কমিটিতে পদবী	সংগঠনের নাম	প্রধান নির্বাহীর নাম	মোবাইল
১.	হবিগঞ্জ	সভাপতি	নারীনেত্রী	তাসমিনা বেগম গিনি	০১৭১১১২৩৮১৮
		সম্পাদক	প্রাকৃতজন	তোফাজ্জল সোহেল	০১৭১১৩৭১০৭৩
২.	সিলেট	সভাপতি	সম্পাদক- সাপ্তাহিক গ্রাম সুরমা	হাসিনা বেগম চৌধুরী	০১৭১১১৮২৯৫৯
		সম্পাদক	সাইনিং	এডভোকেট তাহেরা স্বপ্না	০১৭১৫০২১২২১
৩.	মৌলভী বাজার	সভাপতি	জে কি সি	নীল মণি সিং	০১৭১৫৩৭৯৬৯৮
		সম্পাদক	ইসা	প্রভা রাণী বাড়াইক	০১৭১২৫১৬২৮৭
৪.	সুনামগঞ্জ	সভাপতি	পি এ ডি এম এ	সাজ্জাদুর রহমান	০১৭১২৩৩০১০৯
		সম্পাদক	সাথী	বিকাশ চন্দ্র দাস	০১৭২৭৫৬৪৩৪৪

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: +৮৮০২ ৫৮১৫০০৮২/৯১২০৩৫৮/৯১১৮৪৩৫/৯১২৬১৩১, ইমেইল- info@equitybd.net ওয়েব: www.equitybd.net , ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৮১৫২৫৫৫